43

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 27 SEP 1998
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত গ্রুপ ক্যাম্পাসে দখল নিয়েছে ॥ শোকজপ্রাপ্ত ১৩ জনকে বের করে দিয়ে ৩ ছাত্রকে পিটিয়েছে

জাবি সঙ্কটের নয়া মোড় ॥ সিন্ডিকেট বৈঠক অনিশ্চিত

স্টাফ রিপোর্টার ॥ আরও জটিল হয়ে উঠেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি। ছাত্রলীগের (শো-পা) একটি বহিষ্কৃত গ্রুপ শনিবার ক্যাম্পাসে তাদের সাংগঠনিক অবস্থান সংহত করেছে। তারা সমর্থন ঘোষণা করেছে ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনে। তাদের হামলায় গুরুতর আহত ছাত্রলীগের তিন নেতার দু'জনকে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ রবিবার সিন্ডিকেটের সভায় ছাত্রলীগের শো'কজপ্রাপ্ত যে ১৩ নেতাকর্মীর সশরীরে উপস্থিত থাকার কথা ছিল তাদেরকে অস্ত্রের মুখে বের করে দেয়া হয়েছে ক্যাম্পাস থেকে। ছাত্রলীগ জাবি শাখার সভাপতি শেখ নূরুজ্জামান শনিবার আকস্মিক এক সংবাদ সম্মেলনে শো'কজপ্রাপ্ত ১৩ জনকে সংগঠন থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কারের ঘোষণা দেন। কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র বলেছে, অস্ত্রের মুখে তাঁকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা হয়েছে। সবচেয়ে বিপদ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকদের। দখল গ্রহণকারীরা শনিবার সাংবাদিকদের ডেকে ডেকে বলেছে, রিপোর্ট বিপক্ষে গেলে তাদেরকে দেখে নেয়া হবে। সবমিলিয়ে সেখানে বিরাজ করছে একটি অরাজক ভীতিকর পরিস্থিতির।

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত

(প্রথম পাতার পর)

দখলগ্রহণকারী গ্রুপ দাবি করে বলেছে তারা উপাচার্যের সম্মতিতে ক্যাম্পাসে ফিরে এসেছে। কিন্তু উপাচার্য আলাউদ্দিন আহমদ শনিবার জনকণ্ঠকে বলেছেন, সৃষ্ট পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তিনি শীঘ্রই কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে সিন্ডিকেটের আজকের বৈঠক নিয়েও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। সিন্ডিকেটের এক সদস্য শনিবার জনকণ্ঠকে বলেছেন– এই পরিস্থিতিতে বৈঠকে অংশগ্রহণকে তারা নিরাপদ বোধ করছেন না। পুলিশ টহল দিচ্ছে ক্যাম্পাসে ও আশপাশে।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদক সামসুদ তৌহিদ কাঁকর নেতৃত্ব দিয়েছেন শনিবারের দখল অভিযানে। ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই গ্রুপের হাতে ছাত্রলীগ নেতা আনন্দ কুমার ঘোষ গুরুতর আহত হয়ে সে বছর অক্টোবরে মারা যান। তখন থেকে কাঁকর গ্রুপ বিতাড়িত হয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান করছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, বেলা ৩টার দিকে বহিরাগতসহ প্রায় ৪০ সদস্যের দলটি প্রথমে কামালউদ্দিন হলের গেস্টরুমে আড্ডারত ছাত্রলীগ নেতা মাহবুবুল আলম বাবু, বরকত ও হাবিবুর রহমান বাবুকে বেধড়ক মারধর শুরু করে। গুরুতর আহত অবস্থায় মাহবুবুল আলম বাবু, বরকতকে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একটি সূত্র বলেছে, আনন্দ হত্যা মামলার আসামী এই গ্রুপটিকে নেপথ্যে মদদ দিচ্ছেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় এক নেতা। কামালউদ্দিন হলের তিনটি কক্ষ ভাংচুর করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি হলের দখল গ্রহণ করেছে এই গ্রুপ।

শনিবার বিকাল ৫টায় জাবি ছাত্রলীগ সভাপতি শেখ নূরুজ্জামান শহীদ সালাম বরকত হলের গেস্টরুমে ডাকা আকস্মিক এক সংবাদ সম্মেলনে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ১৩ জনকে সাময়িকভাবে বহিষ্কারের ঘোষণা দেন। বলা হয় অভিযোগ প্রমাণিত না হলে বহিষ্কৃতরা সরাসরি ফিরে আসবেন স্ব স্ব পদে। শেখ নূরুজ্জামান সাংবাদিকদের কোন প্রশ্নের জবাব দেননি। বলেছেন তিনি অসুস্থ। শনিবার সকালে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত এক ছাত্রের পিতা উপাচার্য ভবনে এসে বলেন– তাঁর সন্তান কিছুতেই এ ধরনের ন্যক্কারজনক একটি ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে না। তিনি দাবি করে বলেন, তাঁর সন্তান ষড়যন্ত্রের শিকার। গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য সকালে, সাধারণ ছাত্রঐক্য দুপুরে পৃথক পৃথক সংবাদ সম্মেলনে সত্যতা যাচাই কমিটির রিপোর্টের প্রেক্ষিতে প্রকৃত ও প্রমাণিত ধর্ষণকারীদের শাস্তি দাবি করেছে। সংবাদ সম্মেলনে জনকণ্ঠের জাবি সংবাদদাতা আহমেদ সুমনের প্রাণনাশের হুমকির তীব্র নিন্দা করা হয়। মনি শংকর দাসগুপ্ত গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের এবং শাকিলা শিরিন বাবলী সাধারণ ছাত্রঐক্যের সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান।

ওয়াকিফহাল একটি সূত্র বলেছে– বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ দখলের এই ঘটনা ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনকে একটি মীমাংসায় নিয়ে যাবার সিন্ডিকেটের চলতি উদ্যোগের বিরুদ্ধে একটি চপেটাঘাত। ধর্ষণের ঘটনায় শো'কজ প্রাপ্তদের আজ রবিবারের মধ্যে যেখানে সশরীরে সিন্ডিকেটের সামনে উপস্থিত হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের কথা ছিল, সেখানে শনিবার তাদেরকে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়ন পুরো প্রক্রিয়াটিকেই জটিল করে তুলেছে। ছাত্রলীগ যেখানে দোষ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত শো'কজপ্রাপ্তদের পক্ষে লড়ে যাচ্ছিল সেখানে নতুন এই পরিস্থিতি তাদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তিকেও অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার নিন্দা করে বলেছে, এটা তাদের নিয়মতান্ত্রিক ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত। তারা এ ব্যাপারে সকল মহলকে সতর্ক থাকতে, ধর্ষণকারীদের বিচার ত্বরান্বিত করার দাবি জানিয়েছে।